দৈনিক
ইত্তেফাক
যুগান্তর

তারিখ ... 11 OCT 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

একত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মাত্র ৫টি ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার চিন্তাভাবনা

মতামতের জন্য ইউজিসিকে মন্ত্রণালয়ের চিঠি

মুসতাক আহমদ

আগামী বছর দেশের ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকার মাত্র ৫টি ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার চিন্তাভাবনা করছে। একই ক্যাটাগরির বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গুচ্ছভুক্ত করে পরীক্ষা নিয়ে মেধাক্রম এবং পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে বরাদ্দ দেয়া হবে আসন ও বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ভর্তি পরীক্ষার নামে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি হ্রাস বিশেষ করে আর্থিক এবং সময় অপচয় রোধের বিষয়কে সামনে রেখে সরকার এ প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত মতামত ও দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) পত্র দিয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে ইউজিসি তাদের মতামত মন্ত্রণালয়কে জানাবে। ইউজিসি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম জানান, মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে একটি মতামত ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে। তারা ১৫ অক্টোবর মতামত জানাবেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি নিরসন এবং আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য বেশকিছু বিষয়ে তারা ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে সুপারিশ জানাবেন। যদিও আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজ নিজ একাডেমিক কমিটির সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তবে এ ব্যাপারে জনস্বার্থে সরকারি দিকনির্দেশনা থাকবে। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে রীতিমতো 'ভর্তিযুদ্ধ' চলে। আর এ ভর্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে গড়ে উঠেছে একশ্রেণীর কোচিং সেন্টার, যারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি মৌসুমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। ভর্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এক ধরনের বাণিজ্যের নামে, যেখানে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান, বিভাগের ইউনিটসহ বিভিন্ন অনুষদ আলাদাভাবে ফরম বিক্রি করে ভর্তি কার্যক্রম সহজ ও অর্থ-সময় সাশ্রয়ী করতে পারে, সেখানে রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগওয়ারী ফরম বিক্রি করে। ফলে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা আর্থিক, মানসিক, শারীরিক সবভাবে হয়রানির শিকার হন। ফরমের পর যাত্রা চলে যায় ভর্তি পরীক্ষায়। আর ফরম বিক্রি বাবদও নেয়া হয় মোটা অংকের টাকা। সংশ্লিষ্টরা জানান, বিভাগভিত্তিক ফরম বিক্রির পরিবর্তে ভর্তি : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

ভর্তি : পরীক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

যদি শুধু ইউনিটভিত্তিক ফরমও বিক্রি করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে এক-একজন শিক্ষার্থীকে শুধু ভর্তি পরীক্ষাকে সামনে রেখে ৫-১০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু যদি সরকারি মেডিকেল কলেজের মতো একটিমাত্র ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তবে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকাতেই এক-একজন শিক্ষার্থী ভর্তিযুদ্ধ পার করতে পারে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০০৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মন্ত্রণালয়ে তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে উপাচার্যদের নিয়ে যে সভাটি হয়েছিল, তাতে ২০১০ সাল থেকে পরীক্ষার পরিবর্তে জিপিএ'র মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু নতুন শিক্ষানীতিতে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার সুপারিশের বিষয়টি সরকার আমলে নিয়েছে। সূত্র জানায়, ইউজিসি যে সুপারিশ করছে, তাতে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস্টার (গুচ্ছ) পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে সুপারিশ থাকবে। এক্ষেত্রে সব মেডিকেলে যেমন একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়, তেমনি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও নেয়া হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একসঙ্গে, সব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সব সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার সুপারিশ থাকছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলোর জন্য একটি পরীক্ষা হবে। ইউজিসি সূত্র জানায়, তারা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য আলাদা একটি পরীক্ষার ব্যাপারেও সরকারকে সুপারিশ করছেন। কেননা ভর্তি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনা সম্ভব হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাণিজ্য বন্ধ এবং শিক্ষার মানের উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে জানান তিনি। এদিকে মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, গত বছর ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে এভাবে গুচ্ছভিত্তিক পরীক্ষার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিমত পোষণ করেছিল। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এটি যদি জনস্বার্থের বিরোধী কার্যক্রম হয় এবং গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা প্রয়োজনই হয়ে থাকে, তবে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেক্ষেত্রে যে কোনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সমত করতে হবে।